ক্যাম্পাস শান্ত, যান চলাচল স্বাভাবিক

এবার জা.বি প্রশাসনও জননিরাপত্তা আইনে মামলা করেছে, ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা

FEB. 04 2002

তায়েফুর রহমান, সাভার থেকে : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে গত শনিবার গভীর রাতে জননিরাপত্তা আইনে সাভার থানায় আরো একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। জা.বির রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ আলীর এ মামলায় সুনির্দিষ্টভাবে কাউকে আসামি করা না হলেও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আশঙ্কা, পুলিশ এই মামলায় জড়িয়ে অবরোধকারী ছাত্রছাত্রীদের হয়রানি করতে পারে। শুক্রবার ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে দুর্ঘটনায় জা.বির ইংরেজি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান কাউসার হোসাইনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে ব্যাপক ভাঙচুর ও অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির অভিযোগে এ মামলা করা হয়েছে।

জা.বির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

এবার জা.বি প্রশাসনও

● প্রথম পাতার পর

বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। অপর মামলাটির বাদী সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল হান্নান। ওসির মামলার আসামি ৩০০। এদের মধ্যে গ্রেপ্তারকৃত সাত ছাত্র, এক সাংবাদিক ও দুই পথচারীকে এজাহারভুক্ত আসামি দেখিয়ে ইতিমধ্যে তাদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

জা.বি প্রশাসনের একটি সূত্র সাভার থানায় জননিরাপত্তা আইনে দায়ের করা মামলা সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছে, ক্যাম্পাসে সংঘটিত ভাঙচুরের ঘটনায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। তবে, পুলিশ সূত্র মামলা দায়েরের বিষয়টি স্বীকার করে বলেছে, প্রশাসনের দায়ের করা সাধারণ ডায়েরিটিই জননিরাপত্তা আইনে মামলা হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে এবং মামলাটির তদন্ত ভার দেওয়া হয়েছে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে।

গত দুদিনের চরম উত্তেজনার পর গতকাল প্রশাসনিক উদ্যোগে ক্যাম্পাস মিলনায়তনে এক শোকসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় উপাচার্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেন। এর আগে দুর্ঘটনায় নিহত অধ্যাপক কাউসার হোসাইনের মৃত্যুতে গভীর সমবেদনা জানিয়ে জা.বি শিক্ষক সমিতি ক্যাম্পাসে শোক র‍্যালি করে।

গতকাল রোববার জা.বি কর্মচারী ইউনিয়ন উপাচার্যের ও প্রক্টরের বাসায় হামলার প্রতিবাদে এবং জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ করে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের দাবির মুখে উপাচার্য জা.বির ৭ ছাত্রসহ ৯ জনের মুক্তির ব্যাপারে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে জানা গেছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টির ব্যাপারে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত হবে জানিয়ে দেওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জননিরাপত্তা আইনে আরো একটি মামলা দায়ের করায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক ছাত্র নেতা বলেছেন, একদিকে গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তির জন্য সুপারিশ ও অন্যদিকে ছাত্রদের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করে কর্তৃপক্ষ তাদের দ্বৈত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। থানায় লিখিত অভিযোগে শনিবার রাতে জা.বি প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, শুক্রবার আনুমানিক পৌনে তিনটায় উপাচার্যের বাসভবনে জঙ্গি আক্রমণ চালানো হয়েছে। হামলাকারীরা ৯টি গাড়ি, ভিসি, প্রক্টরের বাসা, অফিস, রেজিস্ট্রার অফিস, টিএসসি ও হিসাবাধ্যক্ষের অফিসে তাণ্ডব চালিয়ে নজিরবিহীন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। যার কারণে ক্যাম্পাসে বর্তমানে আতঙ্ক বিরাজ করছে। প্রশাসনের ৩/৫ নিশা/ ৮১৫ স্মারকে লিখিত অভিযোগে ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরো পুলিশ ফোর্স মোতায়েনের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।

ক্যাম্পাসের অবস্থা এখন শান্ত হয়ে এসেছে। অনভিপ্রেত কোনো ঘটনা যেন না ঘটে সে কারণে ক্যাম্পাসে আর্মড পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি বেশ কম। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে গতকাল রোববার যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক ছিল।

এদিকে কোরাম পূর্ণ না হওয়ায় গত শনিবার কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় আয়োজিত সিন্ডিকেট মিটিংয়ের আয়োজন করা হলেও সন্ধ্যা পর্যন্ত কোরাম পূরণ না হওয়ায় সিন্ডিকেট বৈঠকটি হয়নি।